দৈনিক আমাদের সময়

20 APR. 2016
4 ... 2

ইডেন ছাত্রীকে বাসে যৌন হয়রানি

উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে

আমরা এক ভয়াবহ সামাজিক অবক্ষয়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। নানামুখী নির্যাতনের শিকার হচ্ছে নারী। গতকাল আমাদের সময়ে প্রকাশ– নোয়াখালী থেকে ঢাকায় আসার পথে বাসের সুপারভাইজার ইডেন কলেজের এক ছাত্রীকে যৌন হয়রানি করেছে। আমাদের দেশের সর্বোচ্চ পদে নারীরা আসীন, তবু কেন সমাজে যৌন হয়রানির মতো ক্ষত দূর হচ্ছে না– সেটাই আমাদের প্রশ্ন। আমাদের মাঝ থেকে সামাজিক মূল্যবোধগুলো এক এক করে ক্ষয়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়টি। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ার কথা। কারণ দেশে শিক্ষার প্রসারও ঘটেছে। কিন্তু সমাজ যেন প্রতিদিন পেছনের দিকে যাচ্ছে। কেন? এই পশ্চাদ্‌গামিতার কারণ কী? আলোর দিকে না গিয়ে সমাজ কেন যাচ্ছে অন্ধকারের দিকে? নারী নির্যাতন ও নারীর প্রতি সহিংসতা যেন এক ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি হিসেবে দেখা দিয়েছে। প্রতিদিন যেন তা সংক্রমিত হচ্ছে। ক্ষয়িষ্ণু এই সামাজিক অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। অন্ধকার থেকে উত্তরণের জন্য সামাজিক মূল্যবোধগুলো আবার নতুন করে প্রতিষ্ঠা করতে রাজনৈতিক সদিচ্ছা যেমন প্রয়োজন, তেমনি আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হবে। সমাজে কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপিত না হলে এ অনাচার বন্ধ হবে না। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে কঠোর হতে হবে। নারী-পুরুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠানসহ রাস্তাঘাটে প্রচারমূলক স্থায়ী সাইনবোর্ড টানানো দরকার। সমাজ-রাষ্ট্রের সর্বস্তরে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালা প্রয়োজন। আর এসব নির্দেশ অনুসরণ ও কঠোর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে যৌন হয়রানি বন্ধ করা সম্ভব হতে পারে। আমরা বাসের সুপারভাইজারের অবিলম্বে উপযুক্ত শাস্তি দাবি করছি।